



106527 - যাদরে দশে দিনি বড় হয় অথবা সূর্য অস্ত যায় না তারা কভিবে নামায় ও রোজা পালন করবে

প্রশ্ন

যাদরে অঞ্চেলে দিনি ২১ ঘণ্টা দীর্ঘ হয় তারা ক কববে? তারা ক রোজার জন্য বশিষে কোনে হিসাব করে নবি? যাদরে অঞ্চেলে দিনি খুব ছোট তারা ক কববে? একইভাবে যাদরে অঞ্চেলে ৬ মাস দিনি ও ৬ মাস রাত থাকে তারা ক কববে? তারা কভিবে নামায় ও রোজা আদায় করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যাদরে অঞ্চেলে ২৪ ঘণ্টার পরসিরে রাতদিনি হয় তারা দবিভাগে রোজা পালন করবে। দবিভাগ ছোট হোক কথিবা বড় হোক। আলহামদুললিলাহ, দবিভাগ ছোট হলেও সে ভাগে রোজা রাখা তাদরে জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যাদরে দিনিরাতে ২৪ ঘণ্টার চয়ে দীর্ঘ হয় যমেন- ৬ মাস তারা নামায় ও রোযার জন্য একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নবি। যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল আবর্ভূত হওয়ার দিনিবে ব্যাপারে একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নয়ো আদেশে করছেন। য়ে দিনি হবে ১ বছরে সমান অথবা ১ মাসে সমান কথিবা ১ সপ্তাহে সমান।

সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদ এই মাসালাটি গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন; নং- ৬১ তারিখ- ১২/৪/১৩৯৮ হজিরী। উক্ত সিদ্ধান্তটি নমিনরূপ:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগনের প্রতি।

এক:

কটে যদি এমন কোনে দশে অবস্থান করে যখনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তরে মাধ্যমে দিনি ও রাত চহিনতি করা যায় এবং গ্রীষ্মের দিনি খুব বড় ও শীতের দিনি ছোট হয় তবে শরয়িত কর্তৃক নির্ধারিত সুবদিতি ৫ ওয়াক্ত সময়সূচী অনুযায়ী নামায় আদায় করা তাদরে জন্য ফরজ। এর দলিল হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا] [الإسراء : 78]

“সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘন হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামায় কায়মে করুন। নিশ্চয় ফজরের



তলোওয়াতে (ফরেশেতার) উপস্থিতি থাকে।” [১৭ সূরা আল ইস্রা: ৭৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] [4 النساء : 103]

“নশ্চয় সালাত নরিধারতি সময়ে আদায় করা মুমনিদের উপর ফরজ।” [ ৪ সূরা আল নসিা: ১০৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ العَصْرُ ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ (رواه مسلم 612)

“জোহররে সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ে তখন থেকে শুরু করে ব্যক্তরি ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না-আসা পর্যন্ত। আসররে সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মাগরবিরে সময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশে লালমি অদৃশ্য হয়ে যায়। এশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। ফজররে সময় প্রভাতরে আলো বচ্ছুরতি হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামায থেকে বরিত থাকুন। কেননা, সূর্য শয়তানরে দুই শণ্ডিরে মাঝখানে উদতি হয়।” [মুসলিমি ৬১২] এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে সময়সীমা নরিধারণমূলক আরও অনেকে কওলি ও ফলে হাদিসি রয়েছে। এ হাদিসিগুলোতে দিনি ছোট কবিড় সপে পার্থক্য করা হয়নি। রাত ছোট কবিড় সপে পার্থক্য করা হয়নি। যহেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নরিদদিষ্ট আলামতরে মাধ্যমে নামাযরে সময়সীমা আলাদাভাবে চহ্নি করে দয়িছেন। নামাযরে সময়সূচী সমপর্ককে এই আলোচনা। আর রমজানরে রোজা রাখার সময়সীমা নরিধারণরে ক্ষতরে মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তদিরে ওয়াজবি হলো- তাদরে দশে ফজররে শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে খাবার, পানীয় ও সকল প্রকার রোজা-ভঙ্গকারী মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা; যপে পর্যন্ত তাদরে দশে রাত থেকে দিনিকে পৃথকভাবে আলাদা করা যায় এবং রাতদিনেরপরসীমা ২৪ ঘণ্টায় হয়ে থাকে। রাত ছোট হলো তাদরে জন্য খাবার, পানীয় ও শারীরিক মলিন ইত্যাদি শুধু রাতরে বলোয় হালাল হব। কারণ ইসলামী শরয়িত সকল দশে মানুযরে জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন:

[وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ] [2 البقرة : 187]

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না উষার কালো সূতা হতে উষার সাদা সূতা স্পষ্টরূপে তোমাদের নকিট প্রতভিত হয়।



অতঃপর রাত্রি পূর্ণ সিয়াম পূরণ কর” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

যে ব্যক্তি রিজা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে দিন দীর্ঘ হওয়ার কারণে কথিবা বিভিন্ন আলামত, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ভিত্তিতে জানতে পারবে নতুবা তার প্রবল ধারণা হবে যে, এই রিজা পালনের কারণে তার মৃত্যু হতে পারে অথবা কঠিন রোগ দেখা দিতে পারে অথবা বর্তমান রোগ বেড়ে যেতে পারে অথবা সুস্থতা বলিম্বতি হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে তনি রিজা না-রখে সেই দিনগুলোর কাযা রিজা সুবিধা মত সময়ে পালন করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [2 البقرة : 185]

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পলে সে যনে এই মাসে সিয়াম পালন করে। আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] [2 البقرة : 286]

“আল্লাহ যে কারো উপর তার সাধ্যের মধ্যে ভার আরোপ করেন।” [২ সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] [22 الحج : 78]

“তনি তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কাঠনিয় আরোপ করেন নি।” [২২ সূরা আল-হজ্জ : ৭৮]

দুই:

কটে যদি এমন কোন দেশে অবস্থান করে যখনে গ্রীষ্মকালে সূর্য ডুবে না অথবা শীতকালে সূর্য উদতি হয় না অথবা দবালোক ৬ মাস ও রাত্রে অন্ধকার ৬ মাস স্থায়ী হয় তবে তাদের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার সালাত আদায় করা ফরজ এবং নকিটবর্তী দেশে নামাযের সময়সূচী অনুযায়ী তারা একটা সময়সূচী নির্ধারণ করে নবি। নকিটবর্তী যে দেশে নামাযের সময়গুলো একটা থেকে আরকেটআলাদাভাবে চহ্নিত করা যায়। এর দললি হচ্ছ- ইসরা ও মরিরাজের হাদসি সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের উপর দবানিশি ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের নকিট তা কমানোর প্রার্থনা করতে থাকলে, এক পর্যায়ে আল্লাহ বললেন:

( يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) رواه مسلم (162)



“হে মুহাম্মদ! নশ্চয় (ফরজকৃত নামায) প্রতদিনি ও রাত্রে ৫ বার নামায।”[ সহহি মুসলমি (১৬২)]

আরও দলিল হচ্ছ- ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নজদ থেকে এক লোক এলো। তার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার গুনগুন শব্দ শুনছিলাম; কিন্তু সে কবি বলছে তা বুঝা যাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “দিনে ও রাত্রে ৫ বার নামায আদায় করা।” সে বলল: “আমার উপর কি এগুলো ছাড়া আর কোন নামাযের দায়িত্ব আছে?” তিনি বললেন: “না, তবে আপনি যদি নফল নামায করতে চান...।”[সহহি বুখারী (৪৬) ও সহহি মুসলমি (১১)]

এছাড়াও সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন সাহাবীগণ বললেন: “সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে?” তিনি বললেন: “চল্লিশ দিন। তার একটা দিন হবে এক বছরের সমান। একটা দিন হবে এক মাসের সমান। একটা দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকি দিনগুলো আপনাদের দিনের মত হবে।” আমরা বললাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সে দিনে কী শুধু একদিনের সালাত আদায় করলে যথেষ্ট হবে?” তিনি বললেন: “না, আপনাদেরকে হিসাব করে নতিলে হবে।”[সহহি মুসলমি (২৯৩৭)]

সুতরাং যে দিনেরে দৈর্ঘ্য এক বছরের সমানসেদিনে শুধু ৫ বারনামায আদায় করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথেষ্ট ঘোষণা করনে না। বরং সে দিনেরে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার নামায আদায় করা ফরজ করছেন এবং তাদের দেশেরে স্বাভাবিক দিনে এক ওয়াক্ত থেকে আরকে ওয়াক্তেরে মাঝে যে ব্যবধান থাকে সেটাকে ভিত্তিকিরে নামাযেরে সময়সূচী নির্ধারণ করে নেয়ারে নির্দেশে দিয়েছেন। সুতরাং যে দেশেরে নামাযেরে সময়সূচী নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে দেশেরে মুসলমিদের উপর ওয়াজবি হল- তারা তাদের সবচয়ে নিকটবর্তী যে দেশে রাত ও দিন আলাদাভাবে চহ্নিত করা যায়, যে দেশে শরীয়ত নির্ধারণিত আলামতগুলোর ভিত্তিতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ ওয়াক্ত নামাযেরে সময়সূচী নির্ণয় করা যায় সে দেশেরে সময়সূচীর উপর ভিত্তি করে তাদের নামাযেরে সময় নির্ধারণ করে নবি। অনুরূপভাবে তাদের উপর রমজান মাসেরে সিয়াম পালন ফরজ। তারা তাদের সিয়াম পালনেরে জন্য রমজান মাসেরে শুরু ও শেষে নির্ধারণ করবে, রমজান মাসেরে প্রতিদিন রোজা শুরুর সময় ও ইফতারেরে সময় নির্ধারণ করবে তাদের সবচয়ে কাছেরে যে দেশে স্বাভাবিক ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত পৃথকভাবে চহ্নিত করা যায় সে দেশেরে ফজরেরে সময় ও সূর্যাস্তেরে সময়েরে ভিত্তিতে। এই দিনেরে সময়সীমা হবে ২৪ ঘণ্টা। এর দলিল হচ্ছ- ইতিপূর্বে উল্লেখিত মসহি দাজ্জাল সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাদিস। যে হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নামাযেরে সময় নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে দকিনর্দেশে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে রোজা ও নামাযেরে মাসয়ালার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে।

আল্লাহই তাওফিক দাতা। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত